পূর্বাভাস

(এক)

বাংলা নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকা নিয়ে আমরা এখনও দ্বিধাগ্রস্ত, যদিও সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর প্রথম নাট্যপ্রয়াস 'নীলদর্পণ'র মতই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শেষতম নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার শততম বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দীনবন্ধু-প্রতিভার সম্যক মূল্যায়ন আজও সম্পূর্ণ হয় নি। একদা বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব বিষয়ক যে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন পরবর্তী অধিকাংশ সমালোচক প্রায়শই হয় সেই বক্তব্যকে সমর্থন অথবা তার ব্যাখ্যা করেই শান্ত হয়েছেন, নতুন আলোকপাতে প্রয়াসী হননি। আবার আর এক শ্রেণীর সমালোচক নিছক নৈতিকতার মানদণ্ডে ওজন করে দীনবন্ধুর মর্যাদা ও প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। শুধুই প্রাচীন নয়, দু'একজন নবীন সমালোচকও এই দলভুক্ত। প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও সমালোচককুলে দীনবন্ধুর এই অনাদর দুঃখের হলেও সত্য। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন, -

> "আমাদের দেশের অনেক ভাগ্যহীন নাট্যকার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও সমালোচকদের কাছে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পান নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দীনবন্ধুর নাম করা যাইতে পারে।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ দুটি মূলতঃ দীনবন্ধু-প্রতিভার অন্তঃপুরে প্রবেশের চাবিকাঠি স্বরূপ, যদিও তা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবী রাখে না। একথা অনস্বীকার্য যে, দীনবন্ধু বিষয়ক যে কোন আলোচনাই এই দুটি প্রবন্ধকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। অবশ্য দীনবন্ধুর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কবিত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন অভিমত এখন পুনর্মূল্যায়নে যাচ্য

বলে মনে হবে। ডঃ সুশীলকুমার দের 'দীনবন্ধু মিত্র' নামক ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান গ্রন্থটি দীনবন্ধু-বিষয়ক আলোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি কোন কোন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

ডঃ দের আগে বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'দীনবন্ধুর কাব্যের অনুশীলন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ দুটির কিছু কিছু অভিমত যুক্তি দিয়ে খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধে - বিজয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে যেভাবে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে বিচার করেছেন, তাতে তাঁর প্রবন্ধের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে - একথা না মেনে উপায় নেই। অথচ, ডঃ সুশীলকুমার দের প্রবন্ধ বক্তব্য উপস্থাপনের মনোরম ভঙ্গী ও প্রসাদগুণ সাহিত্য সমালোচনার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ডঃ দে সুপরিসরে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পটভূমিতে দীনবন্ধু-প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া দীনবন্ধুর নাট্যসংলাপ ও হাস্যরসের স্বরূপ, শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গ, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য, বিশিষ্ট বাঙালী চেতনার অভিপ্রকাশে দীনবন্ধুর নাটকের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের 'দীনবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধটি স্মরণযোগ্য। দীনবন্ধুর নাট্যস্বভাব ও নাট্যরীতি সম্পর্কে তিনি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। অনতিদীর্ঘ এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র ও সুশীলকুমার দের প্রবন্ধের পাশেই স্থান পাওয়ার যোগ্য।

নিছক নৈতিকতার মানদণ্ডে দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনের বিচার করে সাহিত্য-সমালোচনার এক অভিনব আদর্শের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন রামগতি ন্যায়রত্ন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এবং - সাম্প্রতিক কালে ডঃ প্রভু গুহঠাকুরতা প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ। এই নৈতিকতার মানদণ্ড তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত - তা

যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ ছিনা এ বিষয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। আরো কয়েকটি আলোচনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। যেমন, দীনবন্ধুর জীবিতকালেই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বঙ্গসুহৃদ' পত্রিকায় দীনবন্ধুর নাটকের প্রশংসা, রমেশচন্দ্র দত্তের 'Literature of Bengal' গ্রন্থে দীনবন্ধুর জীবন ও সাহিত্যকীর্তির পরিচয়, রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' গ্রন্থে দীনবন্ধুর নাটকসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মহেন্দ্রনাথ দত্তের

' Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra."

প্রবন্ধে দীনবন্ধুর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য ও প্রশ্নের উত্থাপন এবং জে. সি. ঘোষ এর 'Bengali Literature' গ্রন্থে দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনগুলির সমালোচনা ইত্যাদি। সমালোচকগণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে দীনবন্ধু-প্রতিভার বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় এই রচনাগুলিতে।

উল্লিখিত আলোচনাগুলি ছাড়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং বিশেষ করে বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধু-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, সাহিত্যের ইতিহাসে কোন একজন লেখককে, তিনি যত বড়ই হোন না কেন, সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়,— সেখানে আনুপাতিকতা রক্ষা করতে হয়। তবু সাহিত্যের ইতিহাসেও দীনবন্ধু কম মর্যাদা পান নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনগুলির ধারাবাহিক বর্ণনা ছাড়াও চরিত্র সৃষ্টি, কাহিনী গঠন, সংলাপ, প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অবশ্য দীনবন্ধুর সম্পর্কে ডঃ সেনের অভিমতগুলির যৌক্তিকতা একেবারে বিতর্কাতীত নয়।

নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডঃ অজিত কুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের

'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থদুটি। দীনবন্ধু বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থদুটি বঙ্কিমচন্দ্র, ডঃ সুশীল কুমার দে, মোহিতলালের প্রবন্ধগুলির মতই অপরিহার্য। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় দীনবন্ধুর সঠিক স্থানটি নিরূপণ করার চেষ্টা করে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন, - "দীনবন্ধু বাংলা নাট্য সাহিত্যকে যে উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠায় উন্নীত করিয়া দেন, তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারবৃন্দ তাহা অপেক্ষা খুব বেশী উচ্চতর স্থানে পৌঁছিতে পারেন নাই।" ডঃ ঘোষ তাঁর আলোচনায় দীনবন্ধুর হাস্যরসের স্বরূপ (এ বিষয়টি তিনি তাঁর 'বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা'য় বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন) ও আনুষঙ্গিক শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গ, নাট্য সংলাপ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করে দীনবন্ধুর প্রহসন ও নাটকগুলির পরপর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন। এই আলোচনা নিঃসন্দেহে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থের 'দীনবন্ধু মিত্র' শীর্ষক সুবৃহৎ অধ্যায়ে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা ও নাটক-প্রহসনগুলির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পথেই দীনবন্ধুর ক নাট্য প্রতিভা ও নাট্যসৃষ্টির বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার যাথার্থ্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত, -

> "দীনবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে যে একটি আলোচনা প্রকাশিত করেন, তাহাই আজ পর্যন্ত দীনবন্ধুর সাহিত্য বিচারের প্রধান অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে দীনবন্ধুর দোষগুণ লইয়া সকল দিক দিয়াই এমন নিখুঁত আলোচনা করিয়াছেন যে, তাহার অতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই।"

ডঃ ভট্টাচার্য দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার দোষ ও গুণ, তাঁর সার্থকতা ও ব্যর্থতার কারণসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দীনবন্ধুর হাস্যরসের স্বরূপ, শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গও তাঁর আলোচনায় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। দীনবন্ধুর নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। 'নীলদর্পণ'র পটভূমি ও বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত আলোচনা ঐ নাটকের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধিতে খুবই মূল্যবান। নাটক প্রহসনগুলির আলোচনাকালে তিনি কাহিনী ও চরিত্র xxxx বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে, ডঃ ভট্টাচার্যের দীর্ঘ-*

*- আলোচনায় 'নীলদর্পণ' যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক -

প্রহসনগুলি ততটা মর্যাদা পায় নি। তবু একথা স্বীকার্য যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনায় দীনবন্ধুর নাট্যকর্মের এমন বিস্তৃত আলোচনা অদ্যাবধি আর কেউ করেন নি।

ডঃ বৈদ্যনাথ শীল তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' এবং 'বাংলা সাহিত্যে নবনাট্যের ধারা' গ্রন্থ দুটিতে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও প্রহসনগুলির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন। ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র 'বাংলা নাটকের বিবর্তন' গ্রন্থে বাস্তববাদী xxxx দৃষ্টিভঙ্গীতে দীনবন্ধুর নাটকগুলি বিচার করতে চেয়েছেন। তাছাড়া 'দীনবন্ধু রচনাবলী'র (সংসদ সংস্করণ) একটি সুবৃহৎ ভূমিকা লিখেছেন ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত। তাতে দীনবন্ধুর জীবনী ও সাহিত্যের পরিচায়িকা লিপিবদ্ধ আছে। ভূমিকাটি তথ্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র অনুসারী হলেও ডঃ গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে কিছু নিজস্ব অভিমত সংযোজিত করেছেন। বাংলা নাটকের ধারায় দীনবন্ধু আলোচনায় এসব প্রয়াসে কিছু কিছু মৌলিকতা দুর্লক্ষ্য নয়। তাদের স্বীকৃতি জানিয়েও বলতে হয়, দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভাকেই মুখ্য করে স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনার খুবই প্রয়োজন রয়েছে।

ইদানীং কোনো দুটি গবেষণামূলক গ্রন্থে দীনবন্ধু একভাবে আলোচিত হয়েছেন। ডঃ মিহিরকুমার দাসের 'দীনবন্ধু মিত্র: কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থে 'কবি' দীনবন্ধু যতটা প্রাধান্য পেয়েছেন, 'নাট্যকার' দীনবন্ধু ততটা প্রাধান্য পান নি। অথচ দীনবন্ধুর কবি-পরিচয় খুবই অকিঞ্চিৎকর, তাঁর নাট্যকার পরিচয়ই সর্বতোভাবে সাহিত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সর্বাধিক। আলোচ্য গ্রন্থে একাধিক অধ্যায়ে দীনবন্ধুর নাটকের আলোচনা করা হলেও তা শুধু সংক্ষিপ্তই নয়, বিক্ষিপ্ত। 'নীলদর্পণের পটভূমি', 'দীনবন্ধু-পূর্ব বাংলা লঘু নাটক', 'দীনবন্ধু ও বিদেশী নাটক' - প্রভৃতি আলোচনায় এত বেশী জায়গা জুড়েছে যে নাট্য-বিচার তাতে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া নাটকের ভাষা বা সংলাপ প্রসঙ্গে সংলাপের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়ায় সংলাপের নাটকীয় উপযোগিতা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক'। গ্রন্থটি তথ্য সমৃদ্ধ এবং প্রচুর অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতি। ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনগুলিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তমান বিশিষ্ট মানসিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই বিশেষ 'দৃষ্টিকোণ'র দ্বারা দীনবন্ধুর শিল্পকর্মকে বিশ্লেষণের কথা তিনি গ্রন্থের 'নিবেদনে' ব্যক্ত করেছেন। তাই তাঁর আলোচনায় নাটকীয়তার বিচার ততটা প্রাধান্য লাভ করে নি। শেষাংশে তিনি যে কটি অধ্যায়ে নাটকের আলোচনা করেছেন যেমন, 'কখনো নিন্দিত, কখনো অভিনন্দিত' শীর্ষক অধ্যায়ে অশ্লীলতা ও সংলাপ এবং 'অস্ত গেল দিনমণি আইলা গোধূলি' অধ্যায়ে 'দীনবন্ধু প্রভাবিত নাটক ও জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' তুলনায় নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। মূলতঃ তাঁর আলোচ্য বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সংস্কার ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে

দীনবন্ধুর নাটকের ভূমিকা বিচার। দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে সমাজ সমস্যার প্রসঙ্গ অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়, বরং তা তাঁর নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া দীনবন্ধুর জীবনমুখী নতুন বাংলা নাটকের একটি মূল্যবান সম্পদ নিঃসন্দেহ। তবে সামাজিক বা জীবন সমস্যাকে প্রকটিত করেও অবশেষে নাটককে বিশেষরূপেণ সাহিত্য হয়ে উঠতে হয় - এখানেই নাটকের শিল্পসত্তা বিরাজমান। দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনগুলির সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। কেননা, সমাজজীবন নির্ভরতা সত্ত্বেও তাঁর নাটক-প্রহসনগুলির শাশ্বত শিল্পমূল্য বড় কম নয়। তাই কেবলমাত্র উনিশ শতকের বিভিন্ন প্রবণতাগুলির আলোকে তাঁর নাটক-সমূহের কাহিনী বা চরিত্র [illegible] বিচার করতে গেলে ওগুলির প্রতিপাদ্য ও শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ সম্যক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না।

..

(দুই)

যাই হোক, প্রধানতঃ নাট্যকার দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও সামগ্রিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই আমার এই গবেষণা নিবন্ধের অবতারণা। কবি দীনবন্ধু আমার আলোচ্য নন, যদিও তাঁর কবিতার উল্লেখ মাঝে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে। দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার পরিচয়কে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক সবগুলি বিষয়ই বক্ষ্যমাণ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলোচনা পরপর

পরপর দশটি অধ্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে প্রথম দুটি অধ্যায়ে বাংলা নাটক ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, যেকোন সার্থক শিল্পপ্রতিভাই ঐতিহ্যানুসারী। প্রতিভার লক্ষণই এই যে, তা ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বিকশিত হয় এবং পরিণামে নিজেই ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রেও একথা সমভাবেই প্রযোজ্য। তৃতীয় অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ও সমকালীন বহুমুখী চিন্তা-চেতনা দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা বিকাশে কিভাবে সহায়তা করেছে, দীনবন্ধু এই যুগ প্রবৃত্তিকে আপন শিল্পপ্রতিভায় কতখানি অন্বিত করতে পেরেছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে দীনবন্ধু জীবনের রূপরেখা আলোচনার সূত্রে তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পিসত্তার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে।

দীনবন্ধু রচিত সাতটি নাটক-প্রহসনের আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আলোচনায় মোটামুটি যেসব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, তাহল - নাট্যসৃষ্টির প্রেরণা ও উৎস সন্ধান, কাহিনী বিশ্লেষণ, সামাজিক, ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যানুসরণ, বাস্তবতা নিরূপণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব নিরূপণ, উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার, চরিত্র সমীক্ষা। 'নীলদর্পণে'র পটভূমি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, এ বিষয়ে পারদর্শী সুধীজন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সুতরাং এখানে সে প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্তি না করে সংক্ষেপে নাট্যসৃষ্টির প্রেরণা ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'নীলদর্পণে'র রসপরিণতি একটি বহুবিতর্কিত ও বহু আলোচিত প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের সন্ধান পাওয়া যায় নি। একথা শুধু 'নীলদর্পণে'র ক্ষেত্রেই নয়, ব্যাপক অর্থে সব বাংলা নাটক সম্পর্কেই প্রযোজ্য। যথার্থ 'ট্র্যাজেডি' নামে অভিহিত হতে

পারে এমন নাটক বাংলা সাহিত্যে এখনও রচিত হয় নি বললে অত্যুক্তি হয় না। অতএব, 'ট্র্যাজেডি' সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর আপাত ব্যর্থতার মূল সন্ধান করতে হবে বাঙালীর জীবনাচরণ ও নাট্যকারের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে। 'নীলদর্পণ'-এর যদি 'ট্র্যাজেডি'তে উত্তরণ না ঘটে থাকে তবে এই নাটককে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায় তাও বিচার করতে হবে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে জটিল এবং এ প্রসঙ্গে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একরকম দুরূহ। কেননা, কোন সিদ্ধান্তই বিতর্কাতীত নয়। তবু বিষয়টি বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্পূর্বসূরিগণের সুচিন্তিত ও মূল্যবান মতামতের আলোকে বাঙালী জীবনাচরণ ও নাট্যকারের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং নান্দনিক আদর্শ অনুসরণে 'নীলদর্পণ'-এর রসপরিণতির স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। নাটক বা প্রহসনের কাহিনী বিশ্লেষণ ও চরিত্রসমীক্ষার কালে নাটক বিশেষের প্রতিপাদ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রহসনগুলি আলোচনার প্রারম্ভে দীনবন্ধুর মানসপ্রবণতার স্বরূপ নির্ধারণ করার প্রয়াস রয়েছে।

নাটক উপন্যাস নয় - এর একটি নির্দিষ্ট শিল্পরীতি আছে। বাংলা নাটকও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। বাংলা নাটকের গঠনরীতি মধুসূদনের হাতেই সর্বপ্রথম একটি আদর্শরূপ লাভ করেছিল। মধুসূদনের xxxx অনুসরণেই দীনবন্ধু নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। তাঁর নাটক-প্রহসনে ঐতিহ্যানুসরণ যেমন আছে তেমনি আঙ্গিক অভিনবত্বও বড় কম নেই। সুতরাং দীনবন্ধুর নাটকের শিল্পমূল্য বিচারে এ প্রসঙ্গটি একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। পঞ্চম অধ্যায়ে দীনবন্ধুর নাটকের গঠনরীতি ও তাঁর নাটকের stagecraft বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

"হাস্যাস্পদী পনকাব্যন্তু প্রহসনমিতিস্মৃতম্" - প্রহসনের সংজ্ঞা নিরূপণে সংস্কৃত আলংকারিকের এই অভিমত কিংবা পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রহসনের

পরিচায়িকা -

" The type of drama stuffed with low humour and extravagent wit"

অথবা, যা ' a short humorous play ' নামে প্রতিষ্ঠিত, দীনবন্ধু সেই তুচ্ছতা থেকে মুক্ত করে প্রহসনকে কিভাবে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করেছিলেন তা আলোচ্য অধ্যায়ে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে।

সংলাপ নাটকের প্রাণ। চরিত্রানুগ সংলাপ রচনার ক্ষমতা নাট্যকারের অন্যতম প্রধান গুণ বলে বিবেচিত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে দীনবন্ধুর নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের চেষ্টা এখনও অপেক্ষিত। ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। দুঃখের বিষয়, 'নীলদর্পণ'র এক শ্রেণীর চরিত্রের আপাত কৃত্রিমতা লক্ষ্য করে একদা বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছিলেন পরবর্তী কালে অধিকাংশ সমালোচকই সেই আপ্তবাক্য অনুসরণ করে এসেছেন। বস্তুতঃ, সমকালীন বাংলা গদ্য চর্চার ইতিহাস, বাংলা নাটকে সংলাপের ঐতিহ্য, যাত্রার প্রভাব, প্রাচ্য (সংস্কৃত) ও পাশ্চাত্য (ইংরেজী বিশেষতঃ শেক্সপীরীয়) নাটকের সংলাপের বিশিষ্টতা এবং দীনবন্ধুর নাট্যসংলাপের ক্রমবিকাশের ভিত্তিতেই তাঁর নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই দীনবন্ধুর নাটকের সংলাপের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের প্রয়াস রয়েছে। দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনের কাব্য সংলাপের ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নি। সাধারণভাবে প্রায় সকলেই এই কাব্যসংলাপগুলির কৃত্রিমতা ও প্রাণহীনতার কথা বলেছেন। কিন্তু দীনবন্ধু কেন তাঁর নাটকে কাব্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন এবং এই কাব্য সংলাপ প্রয়োগে তিনি সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছেন কিনা - তা বিচার সাপেক্ষ। এই অধ্যায়েই নাটকে কাব্যসংলাপ ব্যবহার সম্পর্কে দীনবন্ধুর সম্ভাব্য মানস প্রবণতার সূত্র অনুসরণ করেই তাঁর নাটক - প্রহসনের কাব্য সংলাপগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়েছে। [illegible]

প্রসঙ্গতঃ দীনবন্ধুর নাট্যসংলাপের উৎকর্ষ - অপকর্ষ বিচারও বাদ যায়নি ।

দীনবন্ধু সম্পর্কে আলোচনায় দুটি অপরিহার্য বিষয় -

- দীনবন্ধুর নাটকে হাস্যরস এবং অশ্লীলতা প্রসঙ্গ গৃহীত হয়েছে যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে । বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট হাস্যরসিক(humorist) হিসেবে দীনবন্ধুর স্থান সর্বজনস্বীকৃত । বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । দীনবন্ধুর হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টরূপেই নিরূপিত হয়েছে, সুতরাং এ বিষয়ে চর্বিতচর্বণ বাহুল্যমাত্র । দীনবন্ধুর নাটক - প্রহসনে হাস্যরসের শিল্পায়ন - এই স্বল্পালোচিত প্রসঙ্গটিই সপ্তম অধ্যায়ে গৃহীত হয়েছে । দীনবন্ধু নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক, কিন্তু তিনি নাটকে কিভাবে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নাটক-প্রহসনের বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে তার সামগ্রিক বিশ্লেষণে দীনবন্ধুর হাস্যরসসৃষ্টির কুশলতার পরিচয় পাওয়া যাবে ।

দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনের একটি বহু বিতর্কিত প্রসঙ্গ অশ্লীলতা । এক্ষেত্রে স্পষ্টতঃ দ্বিবিধ প্রবৃত্তির সমালোচক দেখা যায় । কেউ দীনবন্ধুর নাটকে অশ্লীলতার আতিশয্য লক্ষ্য করেছেন, আবার আরেক শ্রেণীর সমালোচক তাঁকে এই দায় থেকে অব্যাহতি দেবার চেষ্টা করেছেন । বস্তুতঃ, সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গ নিতান্ত আপেক্ষিক । ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ভাললাগা বা মন্দলাগার মানদণ্ডে সাহিত্যের বিচার কখনই নির্ভুল হতে পারে না । অথচ এভাবেই যুগে যুগে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ তাবৎ কালজয়ী সাহিত্যিক নির্মমভাবে সমালোচিত হয়েছেন । অষ্টম অধ্যায়ে দীনবন্ধুর নাটকে তথাকথিত অশ্লীলতার স্বরূপ নির্ধারণ করার আগে সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে

সমালোচকগণের মতামত যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য সমস্যাটি যুগপ্রবৃত্তি ও সমকালীন নাটক - উপন্যাসে প্রতিফলিত রুচি - প্রকৃতির নিরিখে বিচার করা হয়েছে। সেসঙ্গে দীনবন্ধুর নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করে দীনবন্ধুর উপর আরোপিত অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরবর্তী বাংলা নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের প্রভাব সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে পরবর্তী কোন কোন বাংলা নাটকে দীনবন্ধুর প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় - এর গ্রন্থে দীনবন্ধু-প্রভাবিত নাটক সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তা শুধু সংক্ষিপ্তই নয়, অসম্পূর্ণও বটে। তাছাড়া তিনি তাঁর আলোচনায় কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক নাটকেরও উল্লেখ করেছেন যাঁর সঙ্গে দীনবন্ধুর কোন নাটকেরই কোন সাদৃশ্য নেই। সমালোচকগণ দীনবন্ধুকে যেভাবেই গ্রহণ করুন না কেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও ছোট বড় বিভিন্ন নাট্যকার কর্তৃক তিনি কত ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছেন তার প্রমাণ পাই প্রভাবিত নাটকের সংখ্যা ও প্রভাবের প্রকৃতি দেখে। 'পরবর্তী বাংলা নাটকে দীনবন্ধুর প্রভাব' নামক নবম অধ্যায়ে আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করতে বহু দুষ্প্রাপ্য নাটক-প্রহসনের সন্ধান করতে হয়েছে। দীনবন্ধুর এক একটি নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত নাটক ও প্রহসনগুলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে সম্পূর্ণতা দান করবার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গতঃ এই প্রভাবের কারণও দেখান হয়েছে। প্রভাবিত নাটকগুলির সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-প্রহসনের তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণসূত্রে দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভার বিশিষ্টতাটি আরও ভাল করে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর নাটকের ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজন বিদিত। দীনবন্ধুর নাটক নিয়েই একদিন বাংলায় সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর নাটকের

ভূমিকা সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' এবং হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'Indian Stage' গ্রন্থে। এই গ্রন্থ দুটি ছাড়াও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ-এ দীনবন্ধুর প্রভাব' নামক দশম অধ্যায়টি প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। আলোচনার প্রারম্ভে সমকালীন বঙ্গরঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর নাটক সম্পর্কে নিস্পৃহতার কারণ অনুসন্ধান করে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রথমাবধি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর নাটকের অভিনয়ের একটি কালানুক্রমিক তালিকাও শেষাংশে সংযুক্ত হয়েছে। তালিকাটি বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, নানাভাবে আজ পর্যন্ত দীনবন্ধু বিষয়ক যত আলোচনা হয়েছে, সবার কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম। কোন কোন বিষয়ে কারো কারো মতের সঙ্গে হয়ত একমত হতে পারিনি, কিন্তু আলোচনাগুলি দীনবন্ধুর নাটক ও তাঁর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে আমাকে নতুনভাবে ভাবতে অনুপ্রাণিত করেছে সেই অনুপ্রেরণায় দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যপ্রতিভা ও তাঁর নাট্যকীর্তির সামগ্রিক মূল্যায়নের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এই সুদীর্ঘ নিবন্ধে।

প্রসঙ্গক্রমে বক্ষ্যমাণ গবেষণা-নিবন্ধের লেখককে যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিবন্ধটি উপস্থাপিত করতে হয়েছে, তা ব্যক্ত করা প্রয়োজন। নিবন্ধটি মুদ্রিতভাবে উপস্থাপনার অভিপ্রায়ে একটি প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে মুদ্রণকার্য সূচিত হয়েছিল প্রায় এক বৎসর পূর্বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ছাপাখানার বিভ্রাটে তাঁরা মাত্র ১৭৬ পৃষ্ঠা (১১ ফর্মা) মুদ্রিত করে মুদ্রণকার্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রেখেছেন। ফলে বিপর্যস্ত লেখককে গ্রন্থ সূচনায় ১৪৪ পৃষ্ঠা এবং শেষে **নবম** অধ্যায়ের প্রারম্ভের ৩২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত এবং বাকী অংশ টাইপ করে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত করতে হয়েছে। এই অপরিহার্য ত্রুটির জন্য লেখক ক্ষমাপ্রার্থী।

......